মাখড়া হত্যাকান্ডের তথ্যানুসন্ধান : এপিডিআর-এর রিপোর্ট

গত ২৭-১০-২০১৪ তারিখে পাড়ুই থানার মাখড়া গ্রামে ভয়াবহ হত্যাকান্ড, লুঠ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে । এপিডিআর বোলপুর শাখার দুজন (শৈলেন মিশ্র ও টিপু সুলতান) ও হাঁসড়া গ্রামের দুজন, মোট চারজনের একটি তথ্যানুসন্ধানী দল ঐ এলাকায় ২৮-১০-২০১৪ তারিখে পৌঁছায় । এপিডিআর বোলপুর শাখার সভাপতি শ্রী শৈলেন মিশ্রের নেতৃত্বে ঐ দলটি দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করেন ।

প্রথমে তাঁরা যান সাত্তোর গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (পাড়ুই থানার অন্তর্গত)। যেখানে গতমাসে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিত্যক্ত ঘর থেকে কয়েকশত বোমা উদ্ধার হয় । ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার সন্তোষ কুমার রায় ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জানতে চান, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এত বোমা মজুত রয়েছে এবং সমাজবিরোধীদের অবাধ যাতায়াত সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণা ছিল কি না । ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিত্যক্ত ঘর সমাজবিরোধীদের আখড়া হয়ে উঠল কীভাবে ? উত্তরে ডাক্তারবাবু বলেন -- আমি আমার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিশেষত ডাক্তার সব্যসাচী রায় (ডি.এম.ও., বোলপুর)-কে জানিয়েছিলাম । এরপর ঐ গ্রামের শেখ নাসিরুদ্দিন, তৈয়ব রহমান, শেখ লাল মহম্মদ, শেখ হামিদ সহ আরও কয়েকজন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানী দলটি । প্রথমে তাঁরা মুখ খুলতে চাননি । ধীরে ধীরে ভয় কাটিয়ে কথা বলা শুরু করেন । তাঁদের বক্তব্যের মূল সুর ছিল ''শাসকদলের অত্যাচার, হুমকি ও তোলাবাজিতে আমরা পর্য্যুদস্ত । আমরা শান্তিতে বাস করতে চাই । রাজনীতির চাপান-উতোরে আমরা শঙ্কিত । গ্রাম দখলের এই রক্তারক্তি আমাদের স্বাভাবিক জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে । আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, খাই বা না-খাই, শান্তিতে বাস করতে চাই ।''

একটু এগিয়ে দলটি পৌঁছয় 'বিলাতী' অঞ্চলে । কথা হয় রবীন ব্যানার্জী, বাদল কৈবর্ত ও সত্যব্রত রায়দের সাথে । তাদের বক্তব্য, ''সেদিনের ঘটনায় বাইরে থেকে সকাল ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ মুখে কাপড় বেঁধে, প্রকাশ্যে পাইপগান, একনলা বন্দুক হাতে মাখড়া গ্রামের দিকে যেতে দেখেছি । তার কিছুক্ষণ পর গুলি বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাই । দলমতনির্বিশেষে আমরা এই সরকার ও তার কার্যকলাপ পছন্দ করছি না । শেষ হোক এই খুনোখুনি ও লুটেরাদের রাজত্ব ।''

মাখড়ার সন্নিকটে হাঁসড়া গ্রামে যান তথ্যানুসন্ধানী দলটি । কথা বলেন শেখ রফিক সহ দশ বারোজনের সাথে । এদের বক্তব্য -- ''আমরা যে বিজেপি করি এমন নয় । বরং এই এলাকায় প্রায় সব মানুষই তৃণমূলকে ভোট দেয় । কিন্তু এদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ । কথায় কথায় চাঁদার জুলুম, মিছিলে যাবার নির্দেশ । অমান্য করলেই হুমকি, মারধোর । সামান্য ঘরবাড়ি, গরু-ছাগল নিয়ে দাঁড়াবো কোথায় ? কে আমাদের রক্ষা করবে ? সেদিনের ঘটনায় প্রত্যক্ষ করলাম পুলিশের ভূমিকা । যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন চৌমন্ডলপুরের মোড়ে । এতবড় কান্ড ঘটে গেল, লুঠ হল, মানুষ খুন হল, পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল । গ্রামবাসীদের রক্ষার ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই নেয়নি পুলিশ-প্রশাসন । গ্রামের অধিকাংশ মানুষই তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথে ।''

এরপর মাখড়া গ্রামে ঢুকতেই চোখে পড়ল দুজন মানুষ পাঁচ-ছ'টা গরু ও পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছেন । নাম বললেন শেখ সুলেমান ও শেখ জিয়াউদ্দিন । বললেন, ''এ গ্রামে থাকতে ভরসা পাচ্ছি না । বাপ-ঠাকুদ্দার ভিটে ছেড়ে দুবরাজপুরে কুটুমের বাড়ি যাচ্ছি ।'' চোখে পড়ল বাঁশের ডগায় বড় বড় পতাকা পদ্মফুল আঁকা -- জীর্ণ খড়ের পোড়া বাড়ি, ভাঙা টালির ছাদ, লন্ডভন্ড গেরস্থালী, বুক-চাপড়ে কান্না ও সন্ত্রস্ত মানুষের জটলা । দীর্ঘদিনের বাসিন্দা আজাহার আলি সহ অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেল, ঐদিন সকাল সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ গ্রামের কালো বাউড়ী, শেখ মোজাম্মেল হক, মণিরুল, মুসারফ-এর নেতৃত্বে প্রায় আশি-নব্বইজন, যাদের মুখ গামছা দিয়ে বাঁধা ছিল, হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও ঝোলাভর্ত্তি বোমা । গ্রামে ঢুকে ঐ দলটি মুড়ি-মুড়কির মত বোমা ছুঁড়তে থাকে । শুরু হয় লুঠপাট, আক্রান্ত হয় বিয়েবাড়ি, হামলা চলে তৌসিফ শেখের বাড়ি, গুলিবিদ্ধ হয় তৌসিফ । যাকে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে পারে না বাড়ির লোক । ইতিমধ্যে আসেপাশের গ্রাম ও আদিবাসী পাড়া থেকে লোক জড়ো হতে শুরু করে। মূলত বিজেপি ও চৌমন্ডলপুরের সদাই শেখের নেতৃত্বে কার্যত পাল্টা আক্রমণ শুরু হয় । তার ফলশ্রুতিতে পিটিয়ে মারা হয় এলাকার তৃণমূল নেতা মোজাম্মেল হককে । গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় শেখ সুলেমান, যার

বাড়ি দুবরাজপুরের সালুঞ্চি এলাকায় । আহত হন আরও দশ-বারোজন, যার মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন শেখ এমানুল সহ তিনজন । এরপর রণে ভঙ্গ দিয়ে বাইরে থেকে আসা দুষ্কৃতীরা পালাতে শুরু করে । ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে তিরিশ-পঁয়তিরিশজনের পুলিশ বাহিনী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল । সংঘর্ষ থামার পর পুলিশ মাখড়া গ্রামে ঢোকে এবং কিছুক্ষণ পরেই চলে যায় । ২৮-১০-২০১৪ তারিখেও ঐ গ্রামে কোন পুলিশ পিকেট বসে নি । আতংকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সদ্য বিবাহিতা বধূ সালমা বিবি, নাজমা বিবিরা । মসজিদে আজান দেওয়ার মাইকে ঘোষণা হচ্ছে - গ্রাম ছেড়ে যাবেন না ।

তথ্যানুসন্ধানী দল শেখ তৌসিফ ও মোজাম্মেলের বাড়িতে যান । তৌসিফ কোন রাজনীতি করত না, কিন্তু তার পরিবার কিছুদিন আগে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিল । চৌমন্ডলপুরের সদাই শেখ এখন বিজেপি-র নেতা । যে কিছুদিন আগেও তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিল । সদাই শেখ সহ পঁচিশজন বিজেপি সমর্থকের নামে পাড়ুই থানায় এফ.আই.আর. দায়ের করেছেন মোজাম্মেলের দিদি নুরেলা বিবি, যিনি ইলামবাজার তৃণমূলের পঞ্চায়েতের সদস্যা । নিহত তৌসিফের বাবা সওকত আলিও তৃণমূলের কুড়িজনের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর. দায়ের করেছেন ঐ একই থানায় ।

তথ্যানুসনধানী দল মনে করে -- মূলতঃ গ্রাম দখলের লড়াইয়ের কারণেই এই নারকীয় ঘটনাগুলি ঘটছে । রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা বাড়াতে চাইছে বিজেপি আর তৃণমূল চাইছে হারিয়ে যাওয়া গ্রমগুলির পুনর্দখল নিতে । যার মাশুল গুণতে হচ্ছে সাধারণ, বিশেষত প্রান্তিক মানুষদের । এপিডিআর দাবি করছে :--

১) যেভাবেই হোক রাজনীতিকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে ।
২) পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে ।
৩) নির্মোহ তদন্তের ভিত্তিতে হত্যাকারীদের সনাক্তকরণ ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ।
৪) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।